

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

গল্প	— কাহিনি, উপকথা, ক্ষুদ্র উপন্যাস।
চাকরি	— নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে অন্যের কাজ করা।
যুদ্ধ	— লড়াই, সংগ্রাম, সমর।
হাজির	— উপস্থিত, আগত, বর্তমান।
জোগাড়	— সংগ্রহ, আহরণ, ব্যবস্থা, আয়োজন।
মিছিল	— শোভাযাত্রা।
মিটিং	— সভা, জনসভা।
ট্রেনিং	— প্রশিক্ষণ।
বিপদ	— আপদ, বিপত্তি, দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনা।
স্বাধীনতা	— বাধাহীনতা, স্বচ্ছন্দতা, আজাদি।
অপেক্ষা	— প্রতীক্ষা, সবর, প্রত্যাশা।
কৌশল	— কুশলতা, দক্ষতা, ফন্দি, চাতুর্য।
চিত্রা	— ধ্যান, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, ভাবনা।

বরাবর	— সব সময়ে, সর্বদা।
গভীর	— প্রগাঢ়, অত্যন্ত, নিবিড়।
রেস্ট	— বিশ্রাম, জিরানো।
আনাচে-কানাচে	— গলিঘুঁজিতে, আড়ালে-আবডালে, এখানে-সেখানে।
পিলখানা	— হাতিশালা।
বিশ্ববিদ্যালয়	— সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বোঝানো হয়েছে।
তফাৎ	— পার্থক্য, ফারাক, ব্যবধান।
লালসা	— লোলুপতা, লিসা, লোভ।
প্রতিবাদ	— আপত্তি জানানো, কোনো উক্তির বিরুদ্ধে বলা, খন্ডনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ যুক্তি, বিতর্ক।
শিকার	— হত্যা, বধ্যপ্রাণী।
স্মৃতিসৌধ	— কোনো মৃত ব্যক্তিকে বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণে রাখার জন্য নির্মিত প্রাসাদ বা স্তম্ভ।
চিরদিন	— দীর্ঘদিন, বহুকাল, অনন্তকাল।
মর্যাদা	— সম্মান, সম্ভ্রম, গৌরব।
শ্রদ্ধা	— বিশেষ সম্মান, সশ্রদ্ধ ভক্তি।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

পিতৃপুরুষ, ফেব্রুয়ারি, খানিকক্ষণ, পুরনো, জাহাজীরনগর, নীলক্ষেত, শৃঙ্খল, কেন্দ্রীয়, শহিদ, প্রাণদান, কাহিনি, উনিশ, বিশ্ববিদ্যালয়, নীরব, রাষ্ট্রীয়, শ্রদ্ধা, দাড়িয়ে, স্মৃতিসৌধ।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত— ১০টি বাক্যে তা লেখ। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৩৭

উত্তর : ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের যা যা করা উচিত—

- ১। ভাষাশহিদদের অবদান ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা।
- ২। মাতৃভাষাকে ভালোবাসা।
- ৩। দেশকে ভালোবাসা।
- ৪। মাতৃভাষার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- ৫। মাতৃভাষা যাতে কোনোভাবেই বিকৃতভাবে ব্যবহৃত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৬। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে সংযুক্ত করা।
- ৭। ভাষাশহিদদের অবদানের কথা দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৮। ভাষাশহিদদের চেতনাকে লালন করা।
- ৯। ভাষা সংগ্রামের পৌরবর্ম অধ্যায়ের কথা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- ১০। ভাষাশহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।

খ ▶ তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখ। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৩৭

উত্তর : আমাদের গ্রামের নাম শিমুলডাঙ্গা। মতিন মিয়া এ গ্রামের গর্ব। তিনি এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ২৭ বছরের তরুণ। দেশে তখন চরম অস্থিরতা চলছে। ডিগ্রি পাস করেও বেকার থাকা মতিন মিয়া বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইঠাৎ একদিন গ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করে। তারা রাজাকারদের সহযোগিতায় হত্যাজঙ্ঘ চালায় এবং সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মতিন মিয়া এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে ৯ নম্বর সেক্টরের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন। বাগেরহাট জেলার কাটাখালি নামক স্থানে তাঁর নেতৃত্বে একদল গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ করে। সেখানে তুমুল লড়াই হয়। অল্পসংখ্যক যোদ্ধা নিয়েও তিনি সম্পূর্ণ ক্যাম্প ধ্বংস করেন। বহু পাকিস্তানি মিলিটারি এবং রাজাকার নিহত হয়। সে লড়াইয়ে তাঁর পায়ে গুলি লাগে। চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান তিনি। স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জন করে বাঙালি জাতি। কিন্তু মতিন মিয়া অন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো অবহেলিত থেকে যান। দেশ স্বাধীন হলেও তাঁর জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ আসে না। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে করতে তিনি যখন প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পথে, তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকার তাঁকে যুঁজে বের করেন এবং তাঁর বীরত্বের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি আমাদের গ্রামের তথা দেশের অহংকার।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. মোগল আমলে ঢাকার নাম ছিল—

- ক) বাবরনগর গ) হুমায়ুননগর
খ) আকবরনগর ঘ) জাহাজীরনগর

২. অতুর নানা কাজকে বকতেন কেন?

- ক) ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় খ) গ্রামে চলে যাওয়াতে
গ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে ঘ) চাকরি হয়নি বলে
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
(১) “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি”
(২) “মুন্সির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।”

৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
- i. ভাষা আন্দোলন
ii. মুক্তিযুদ্ধ
iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?
- ক স্বাধীনতা এবার আসবেই
খ যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ
গ অনেক রক্তের ইতিহাস আছে ঘ ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির।

- ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত? ১
খ. 'যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. অতু ও প্রিয়তির মনোভাব কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না"— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত।
খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধ দুটো শব্দ কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে।
গ. যুদ্ধ সংঘটিত হয় রাজায় রাজায়, এক দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশের। মানুষের লোভ-লালসাই এখানে মুখ্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য। সব অন্যায়-অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়। এখানেই যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : ভাষাসংগ্রামের পূর্বপ্রস্তুতি।

প্রশ্ন ২। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এবং সকাল দশটার পর গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শামসুল হক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিসদের সিদ্ধান্ত জানান। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবদুস সামাদের প্রস্তাবমতো ছাত্রছাত্রীরা দশজনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। [তথ্যসূত্র : অমর একুশে— রফিকুল ইসলাম]

- ক. আমাদের জাতির প্রথম শহিদ কারা? ১
খ. 'অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির মিল রয়েছে? ৩
ঘ. "উদ্দীপক ও 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটি আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. আমাদের জাতির প্রথম শহিদ হলেন তাঁরা, যারা ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হয়েছেন।

গ. অতু ও প্রিয়তির মনোভাব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• দেশের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা মহান। দেশ, দেশের মানুষ তাঁদের ঋণ কখনো শোধ করতে পারে না। আজীবন মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

• 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটিতে অতুর মধ্যে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব। শহিদদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে ভাষার অধিকার, জন্ম হয়েছে একটি স্বাধীন দেশের। অতু এ সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করেই মামার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে চায়; শহিদ মিনারে গিয়ে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। উদ্দীপকের প্রিয়তিও অতুর মতো শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। ভাষাশহিদদের কথা শুনে গর্বে তার মনটা ভরে ওঠে।

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রয়েছে এক সুদীর্ঘ রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি আত্মোৎসর্গ করে বাংলা ভাষাকে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা।

• 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটিতে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলো কাজল মামার বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের কিশোর অতুর বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও মূর্ত হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। অন্যদিকে উদ্দীপকে ভাষাশহিদদের প্রতি প্রিয়তির শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি ফুটে উঠেছে মাত্র। ১৯৫২ সালের ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে তার মন ভরে ওঠে।

• উদ্দীপক এবং 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটিতে বাংলার সংগ্রামের প্রতি তরুণ প্রজন্মের শ্রদ্ধাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে আলোচ্য গল্পে বাংলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণও লেখক তুলে ধরেছেন। বর্ণনা করেছেন ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, স্থানের ইতিহাস। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকে ফুটে ওঠেনি। এ কারণেই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

খ. বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে জেনে অতু আলোচ্য মন্তব্যটি করে।

• বাঙালি জাতির রয়েছে লড়াই ও সংগ্রামের অনেক ইতিহাস। কিন্তু অনেকেই এই ইতিহাস সম্পর্কে জানে না। গল্পের অতু বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করে তার মামার কাছে। তার মামা তাকে প্রথমে ঢাকার পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে জানান। পরে একে একে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও সেই সময়কার ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানান। মামার কাছ থেকে এত কিছু জানার পরে অতু ভীষণ অবাক হয়। কারণ বাঙালি জাতির কত ইতিহাস রয়েছে যা এখনও তার অজানা। সে এর আগে কারও কাছ থেকে এমন নিখুঁতভাবে শোনে নি। তাই অতু আলোচ্য মন্তব্যটি করেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকটির মিল রয়েছে।

• মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশের দামাল ছেলেরা নিজেদের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন রাজপথ। তাঁদের জীবনের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি আমাদের আজকের বাংলা ভাষাকে। তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

• উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ফুটে উঠেছে। সেদিন সকালে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনকে সোচ্চার করার চেষ্টা করেন। মূলত সেদিন ছাত্রছাত্রীদের ভাষার দাবিতে জোরালো

আন্দোলনের একটি খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে উদ্দীপকে। 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে কাজল মামা শহিদ মিনারের সামনে গিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্য, পটভূমি ও বাঙালির জাতীয় জীবনে ২১শে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। কাজল মামার কথায় প্রকাশ পায় ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ভাষাশহিদদের অবদানের কথা। উদ্দীপকে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিচারণের অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছে এর ইতিহাস ও মাহাত্ম্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকটির মিল রয়েছে।

১৫ • "উদ্দীপক ও 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটি আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• প্রতিটি জাতির রয়েছে আলাদা আলাদা ইতিহাস। কোনো জাতি নিজেদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা ইতিহাস অনুসন্ধান করে তা জানতে পারে। যে জাতি নিজেদের ইতিহাস জানে না, সেই জাতি অন্ধ। সেই জাতি নিজেরাই নিজেদেরকে চেনে না।

• উদ্দীপকে মহান একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। আন্দোলনের সময় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ আমাদের সেই সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। উদ্দীপকের বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারি, যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে কাজল মামা ও অন্তর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের নানান ইতিহাস ফুটে উঠেছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের নামকরণ, ২১শে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব ও ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অনেক তথ্য ব্যক্ত হয়েছে গল্পটিতে, যেগুলো আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাস।

• উদ্দীপকের বিবরণের মধ্য দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির সময়কার অনেক তথ্য জানা যায়, যা আমাদের ইতিহাস। 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে আমাদের জাতির ইতিহাস সম্পর্কে নানান বিষয় উপস্থাপন করতে দেখা যায় কাজল মামাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটি আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

উদ্দীপকের বিষয় : ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব।

প্রশ্ন ৩।



[তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]

- ক. 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটির কিশোর কোথায় বসবাস করে? ১
খ. অল্প বাঙালির অতীত সংগ্রামের কাহিনি শুনতে চেয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের আংশিক ভাবে ধারণ করে।— তোমার মন্তব্য দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক • 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটির কিশোর ঢাকায় বসবাস করে।

খ • বাঙালির অতীত সংগ্রামের প্রতি অন্তর ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই সে এ কাহিনি শুনতে চেয়েছিল।

গ • বাঙালি জাতির রয়েছে সংগ্রাম-আন্দোলনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাঙালি ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, দেশকে স্বাধীন করার জন্য অকাতরে বলি দিয়েছে নিজ জীবন। এসব কাহিনি অন্তরে গর্বিত করে, ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাই সে মামার কাছ থেকে বাঙালির অতীত সংগ্রামের কাহিনি শুনতে চেয়েছিল।

ঘ • উদ্দীপকে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

• বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা আমাদের এই ভাষার জন্য লড়াই করেছি। সংগ্রাম করে রক্ষা করেছি আমাদের ভাষার মর্যাদাকে। তাই আমাদের ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার।

• উদ্দীপকে একটি শহিদ মিনারের ছবি দেখা যায়। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সারা দেশের মানুষ ভাষাশহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ মিনারে ফুল দেয়। উদ্দীপকে এমনই একটি ছবি দেখা যায়। 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলন এবং শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়েছে। শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শনরূপ এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

১৬ • উদ্দীপকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের আংশিক ভাবে ধারণ করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাঙালি জাতি লড়াই করেছে নিজের ভাষার জন্য, লড়াই করেছে নিজেদের মুক্তির জন্য। এই জাতি বীরের জাতি। এই জাতি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি।

• উদ্দীপকে শহিদ মিনার এবং সেখানে ফুল দেওয়ার বিষয়টি দেখা যায়। ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ ফুল দিতে যায় শহিদ মিনারে। উদ্দীপকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে ভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ইত্যাদি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য গল্পে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির সাহসিকতা ও একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প।

• উদ্দীপকে শুধু ভাষা আন্দোলনের প্রতীকস্বরূপ শহিদ মিনারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় বিবৃত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের আংশিক ভাবে ধারণ করে।

উদ্দীপকের বিষয় : আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা।

১৭ প্রশ্ন ৪। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে— তোমরা আবার আসবে তো? দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে। রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা। [তথ্যসূত্র : অপেক্ষা— সেলিনা হোসেন]

ক. কোথা থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্তর ছুতো পরে নেয়? ১
খ. রাস্তার নাম সাতমসজিদ রোড হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধারা 'পিতৃপুরুষের গল্প'-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"— মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক • শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্তর ছুতো পরে নেয়।